বাংলাদেশ দূতাবাস
ব্যাংকক

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক- এর আয়োজনে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

ব্যাংকক, ১৬ জানুয়ারি ২০২৩

আজ বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক স্থানীয় একটি হোটেলে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে থাইল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী H.E. Mr. Don Pramudwinai প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ আব্দুল হাই তাঁর স্বাগত বক্তব্যের শুরুতেই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তীতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। রাষ্ট্রদূত বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র থাইল্যান্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ৫ অক্টোবর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কূটনৈতিক নোট প্রদান করে। থাইল্যান্ডকে বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধু রাষ্ট্র উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা- বাণিজ্য, দুই দেশের জনগণের মাঝে যোগাযোগ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক এ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশেষত পদ্মা সেতু, ঢাকা মেট্রো রেল, ঢাকা এক্সপ্রেসওয়ে-এর মত বৃহৎ প্রকল্পে থাইল্যান্ডের কারিগরি সহায়তার জন্য থাই সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি উপস্থিত সকলকে এ আয়োজনে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থাই উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী H.E. Mr. Don Pramudwinai তাঁর বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। বাংলাদেশকে থাইল্যান্ডের অন্যতম বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-থাই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আগামী দিনে নতুন উচ্চতায় যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বহুপাক্ষিক ও আঞ্চলিক কূটনৈতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সফল নেতৃত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে থাই সিল্ক, রাজশাহী সিল্ক, জামদানি ও খাদি কাপড়ের ওপর বাংলাদেশি ফ্যাশন ডিজাইনার জনাব শৈবাল সাহার পরিকল্পনায় একটি টেক্সটাইল শো পরিবেশিত হয়। এতে ব্যাংককস্থ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে থাই পররাষ্ট্র সচিব, থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, থাই রয়াল পুলিশসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ব্যাংককস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণসহ প্রায় দেড় শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ★★★ BANGKOK ★★★